কেমন হলো ইন্টারনেট মেলা

১৯৯৬ সালের ৬ জুন আইএসএন দেশে প্রথম ইন্টারনেট সেবা চালু করে। তারপর থেকে কেটে গেছে প্রায় ৮ বছর। তৈরী হয়েছে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের এসোসিয়েশন। 'সবার জন্য ইন্টারনেট'- এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত ১৫ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল চারদিন ব্যাপী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ইন্টারনেট ফেয়ার ২০০৪। দেশে প্রথমবারের মত আয়োজিত এই মেলা ব্যাপক দর্শক প্রিয়তা পেয়েছিল। প্রথম দিন তেমন একটা দর্শক সমাগম না হলেও পরবর্তীতে দর্শনার্থীর প্রচন্ড ভীড় প্রমান করেছিল এধরনের মেলা আয়োজনের সার্থকতা। দেশে প্রথমবারের মত ইন্টারনেট ফেয়ার আয়োজন প্রসঙ্গে আইএসপিএবি এর বর্তমান সভাপতি আক্তারুজ্জমান মঞ্জু জানান, 'এধরনের একটি মেলা করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। প্রথমদিকে দর্শনার্থীদের আগমনে কিছুটা হতাশ হলেও পরবর্তীতে মেলা বেশ জমজমাট হয়েছে। আমরা সিদ্ধাগু নিয়েছি প্রতিবছর অগুত্ব একবার করে হলেও আমরা ইন্টারনেট ফেয়ার এর আয়োজন করবো। এব্যাপারে সরকারের সহায়তা প্রয়োজন। ভিওআইপি উন্মুক্ত করা হলেও লাইসেন্স প্রদানে ধীরগতি আমাদেরকে বেশ ভোগাচ্ছে। আশা করি সরকার এই ব্যাপারগুলোর দিকে আরো মনোযোগী হবেন।'

যাদের নিয়ে আয়োজন

মেলায় মোট অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ৪৪টি। দেশের প্রথম সারির সব কয়টি আইএসপি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও মাল্টিমিডিয়া সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্যামসাং (ইলেকট্রা ইন্টারন্যাশনাল), স্পীডকাষ্ট লি., গ্লোবটেক ইনফোসিস, এক্সেস টেলিকম লি., আফতাব আইটি, অগ্নি সিস্টেমস, অঙ্কুর, আকিজ অনলাইন, বাংলাদেশ অনলাইন, বিজয় অনলাইন, কানেক্টবিডি, কম্পিউটার সোর্স, ড্যাফোডিল অনলাইন, গ্লোবাল ব্রান্ড, এইচআরসি ওয়ার্কস, আইএসএন, জেন এসোসিয়েটস, প্রশিকা কম্পিউটার সিস্টেমস, সিরিয়াস ব্রডব্যান্ড, দ্যা ডিকোড লি. সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

মেলা উপলক্ষ্যে বেশ কিছু কোম্পানি দিয়েছিলো আকর্ষনীয় ছাড়। প্রশিকা নেট তাদের বিভিন্ন কম্পিউটার কোর্সে শতকরা ২০ ভাগ হারে ডিসকাউন্ট দেয় মেলা উপলক্ষ্যে। ইন্টারনেট মেলায় ইন্টারনেট সম্পর্কিত বই পাওয়া যায় বিজয় অনলাইন স্টলে। মাষ্টার ইন্টারনেট ও ওয়েব ডিরেক্টরী বইয়ের লেখক ওমর ফয়সাল জানান,'আমার এই বই নবীন থেকে এক্সপার্ট সকলেরই কাজে আসবে।' ইলেক্ট্রা টেলিকম স্যামসাং এর বিভিন্ন মোবাইল সেট প্রদর্শন ও বিক্রয় করে। বিডিকম অনলাইন তাদের ইন্টারনেট প্রি পেইড কার্ডের সাথে ফ্রি হিসেবে দেয় আরো বাড়তি মিনিট এবং একটি কলম। মেলায় আকর্ষনীয় ডিসকাউন্টে ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সার্ভিস দেয় ডেকো ইয়ারনেট লি., গ্রমীণ সাইবার নেট মেলায় উপস্থাপন করে তাদের তৈরী একটি ওয়েবসাইট। গ্লোবাল এক্সেস মেলা উপলক্ষ্যে ভয়েস ইকুইপমেন্ট এর একটি চমৎকার পন্য প্রদর্শন করে। দ্যা ডিকোড লি. কার্টুণ এনিমেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন টেকনিক প্রদর্শন করে তাদের স্টলে। তবে দর্শক সমাগম নিয়ে কিছুটা নাখোশ ছিলেন আলী চৌধুরী। তার মতে আইডিবি, ন্যাম বা শেরাটনের ফেয়ারগুলোর মত দর্শক সমাগম হয়নি এই মেলায়।

সেমিনার

ইন্টারনেট মেলায় বেশ কিছু সেমিনারের আয়োজন করা হয়। গুরুত্বপুর্ন এসব সেমিনার মেলায় আগত দর্শকদের মধ্যে বেশ ভালো প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে নতুন প্রযুক্তির সাথে মানুষকে পরিচিত করাও ছিল এই সেমিনারগুলোর উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী দিনের সেমিনার: সকাল ১১টায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আয়োজন করে 'মাল্টিমিডিয়া এন্ড আইসিটি অ্যানাবল সার্ভিসেস, প্রোডাক্টস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সেমিনার।

শেষ দিন সকাল ১০টায় বাংলাদেশ লিনাক্স ইউজার গ্রুপ ও অঙ্কুরের উদ্যোগে 'দ্যা বিউটি অব লিনাক্স' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে লিনাক্স এর মাধ্যমে বাংলা কম্পিউটিং এর বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন অঙ্কুর সদস্য আবুল হাসনাউল, মোহাম্মদ আশরাফুল সিদ্দিক, জামিল আহমেদ সহ আরো কয়েকজন। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি এস এম ইকবাল উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দুপুর ২টায় এলকাটেল আয়োজন করে 'হেট ওয়েটিং! এলকাটেল ডিএসএল অ্যানসার' শীর্ষক এক সেমিনার। উক্ত সেমিনারে এলকাটেলের কান্ট্রি ম্যানেজার ক্রিস্টিয়ান লুটেন বক্তব্য রাখেন। বিকেল ৩টায় 'মিট দ্যা চ্যালেঞ্জ: ভিওআইপি ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অপর এক সেমিনারের আয়োজন করে রিভ সিস্টেমস। সর্বশেষ বিকাল ৫টায় 'আইবিল: টকিং প্রফিট ফ্রম নেক্সট জেনারেশন ভিওআইপি সল্যুশন' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইবিল। এই সেমিনারে আইবিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমিল নেকলভ বক্তব্য রাখেন।

না না জনের না না মত

মেলা প্রাঙ্গনে কথা হয় বিডিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মইনুল হক সিদ্দিকীর সাথে মেলা সম্পর্কে তার মতামত ছিল এরকম 'মেলা প্রাঙ্গনে প্রচুর ভিড় দেখছি। ইন্টারনেটের প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখে ভাল লাগছে। তবে এখানে অংশ নেয়া কোম্পানিগুলো সম্পর্কে আমার ধারনা পরিষ্কার নয়। এখানে সবাই ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হলেও তাদের সার্ভিস খুব একটা দিতে পারছে বলে মনে হচ্ছেনা। কয়েকটি কোম্পানির সাথে আমার যা কথা হলো তাতে তারা ব্যবসা খুব একটা করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে সেমিনারগুলো বেশ ইন্টারেষ্টিং ছিল। মানুষ অনেক কিছু শিখতে পেরেছে এখান থেকে। সত্যিকারে আইএসপি ব্যবসা বলতে যা বোঝায় তা করতে পারছে না বেশিরভাগ কোম্পানিই। কারন আমাদের মার্কেট ছোট। এই মেলায় অংশ নেয়া অনেক কোম্পানি আছে যারা শুধু মাত্র প্রেসটিজ এর কারনে কোম্পানি ধরে রেখেছে। লাভতো হচ্ছেই না বরং লস দিয়ে কোম্পানি ধরে রাখতে হচ্ছে অনেককে।' বাবার সাথে মেলায় এসেছেন উপমা। আইএসডিএর সপ্তম শ্রেনীর এই ছাত্রীর কাছে মেলা বেশ ভালোই লেগেছে তবে আরো ভাল করা যেত বলে মনে করছে সে। এছাড়া প্রচন্ড গরমও বেশ ভোগান্তি দিচ্ছিল তাকে।

ধানমন্ডি থেকে মেলায় এসেছিলেন নব দাম্পতি সেলি ও ফজলে রাব্বি। মেলা প্রসঙ্গে আলাপকালে ফজলে রাব্বি জানান, 'নতুন ধরনের এই মেলা দেখে আমরা খুবই খুশি। বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন আইএসপি আকর্ষনীয় সব বেনিফিট দিচ্ছে মেলা উপলক্ষে। সমস্যা বেধেছে সেলির জন্য ই-মেইল একাউন্ট খুলতে গিয়ে। ফ্রি-ব্রাউজিং করার জন্য দেয়া বেশিরভাগ পিসিই নষ্ট। এজন্য ফ্রি-ব্রাউজিং এর বিজ্ঞাপন দেখলেও করার সুযোগ হয়নি। আমার মনে হয় আয়োজকদের এই দিকে একটু নজর রাখলে ভাল হত।' অবশ্য পরবর্তীতে কতৃপক্ষ নষ্ট পিসিগুলো ঠিক করে দর্শনার্থীদের নির্বিগ্ন ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের সুবিধা করে দেন।

নেপথ্যের কূশলীরা

এই মেলার প্লাটিনাম স্পন্সর হিসেবে আছে গ্রামীণ ফোন। প্রতিদিন তারা মোবাইল সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিযোগীতার আয়োজন করেছে যা বেশ প্রশংসিত হয়। বিশেষ করে প্রতিদিন তাদের আয়োজিত এসএমএস কনটেষ্টে প্রচুর দর্শকের উপস্থিতি দেখা গেছে। মেলায় গোল্ড স্পন্সর হিসেবে ছিল স্যামসাং। মেলা গেট দিয়ে ঢোকার মুখেই তাদের বিশাল টিভি স্ক্রীন স্বাগত জানাচ্ছিল দর্শনার্থীদের। এছাড়া অফিসিয়াল ড্রিংকস হিসেবে ছিল আরসি কোলা। অফিসিয়াল মিডিয়া হিসেবে ছিল মাসিক কম্পিউটার বিচিত্রা। তারা মেলা উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে এবং প্রতিটি টিকিটের সাথে একটি করে ক্রোড়পত্রের ফ্রি কপি প্রদান করে।

❑ তথ্য প্রযুক্তি রিপোর্ট